ই ন্টা র ন্যা শ না ল বে স্ট সে লা র

আত্ম-কর্মসংস্থান অর্থনীতি ব্যবসায় রাজনীতি

সফল উদ্যোক্তা হওয়ার উপায় অথবা ক্যারিয়ার ও ভবিষ্যৎ বিনির্মানের কলা-কৌশল

পিটার থিয়েল

ব্লেইক মাস্টার্স

# জিরো টু ওয়ান

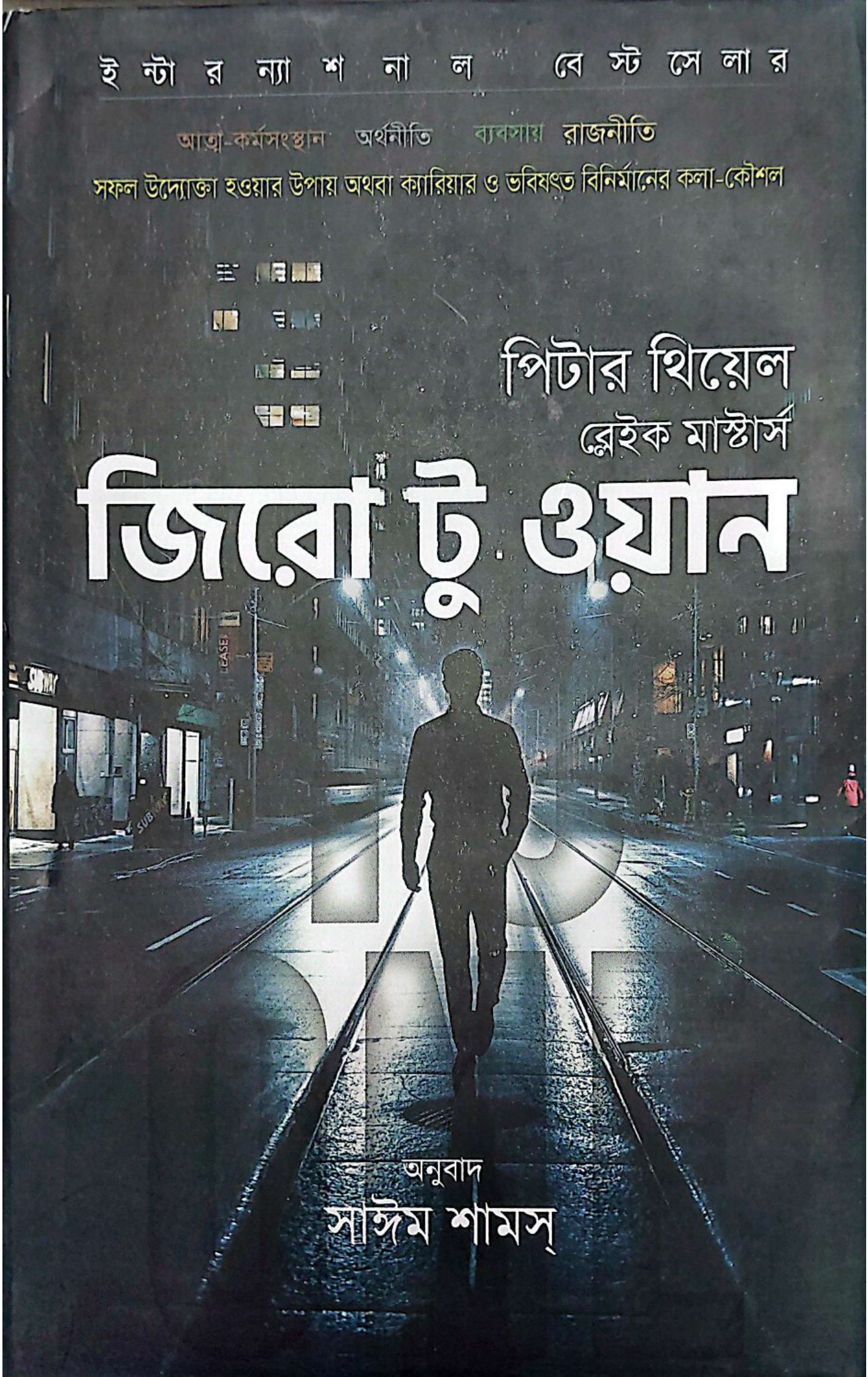

অনুবাদ

সাঈম শামস্

ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলার

# জিরো টু ওয়ান

সফল উদ্যোক্তা হওয়ার উপায়
অথবা
ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের কলা-কৌশল

ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলার

# জিরো টু ওয়ান

পিটার থিয়েল ও ব্লেইক মাস্টার্স

সফল উদ্যোক্তা হওয়ার উপায়
অথবা
ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের কলা-কৌশল

অনুবাদ
সাঈম শামস্

রাত্রি প্রকাশনী

# সূচি


এক : ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ.....১৫

দুই : পার্টি করুন যেন ১৯৯৯ সাল!..... ২১

তিন : প্রত্যেকটি সুখী কোম্পানি একে অন্যের চেয়ে আলাদা .....৩২

চার : প্রতিযোগিতার মূলনীতি.....৪৪

পাঁচ : শেষে চলার সুবিধা..... ৫৩

ছয় : আপনি কোনো লটারি টিকেট নন..... ৬৮

সাত : অর্থকে অনুসলণ করা..... ৯১

আট : গোপনীয় ..... ১০২

নয় : ভিত্তি.....১১৪

দশ : মাফিয়া বিদ্যা .....১২১

এগারো : আপনি ব্যবসায় চালু করলে কি গ্রাহকরা আসবে? ..... ১২৮

বারো : মানুষ ও মেশিন..... ১৪২

তেরো : সবুজ প্রযুক্তি বা পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তি ..... ১৫৩

চৌদ্দ : প্রতিষ্ঠাতাদের বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্য ..... ১৭২

শেষ কথা..... ১৮৮

কৃতজ্ঞতা.....১৯১

# এক

# ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ

চাকরির জন্য যখনই আমি কারো ইন্টারভিউ নিই, তখন এই প্রশ্নটা করে থাকি : 'এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ সত্য আছে, যেটার ব্যাপারে খুব কম মানুষই আপনার সাথে একমত হয়?'

প্রশ্নটা সোজাসাপ্টাভাবে করা হয় বলে সহজ মনে হয়। আসলে জবাব দেয়া অত্যন্ত কঠিন। বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে এটা কঠিন, কারণ স্কুলে যেধরনের শিক্ষা দেয়া হয় তাতে সবাইকে একটা সংজ্ঞায় একমত হতেই শেখায়। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও এটা কঠিন, কারণ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলেই তাকে এমন কিছু বলতে হবে যেটা মোটেও পরিচিত কিংবা জনপ্রিয় নয়। হ্যাঁ, ব্রিলিয়ান্ট চিন্তা-ভাবনা করতে পারা মেধাবী পাওয়া সহজ নয়। কিন্তু মেধাবীদের চেয়ে সাহসীদের সংখ্যা আরও কম।

অধিকাংশ সময় আমি যেধরনের উত্তর পেয়ে থাকি :

'আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা করুণ, অচিরেই এটাকে ঢেলে সাজাতে হবে।'

'আমেরিকা একটি ব্যতিক্রমধর্মী দেশ।'

'ঈশ্বর বলতে কেউ নেই।'

ওগুলো বাজে উত্তর। প্রথম দুটো বক্তব্য হয়তো সত্য হতে পারে, কিন্তু অনেকেই বক্তব্য দুটোর সাথে সহমত প্রকাশ করবে। তাই ওগুলো আমার প্রশ্নের জবাবের কাতারে পড়বে না। তৃতীয় বক্তব্য চিরাচরিত বিতর্কে লিপ্ত থাকা দুটো পক্ষের মধ্যে একটা পক্ষের সমর্থনে বলা হয়েছে। 'অধিকাংশ মানুষ ক-তে বিশ্বাস করে, কিন্তু প্রকৃত সত্য আসলে ক-এর বিপরীত।' কথাটা যদি কেউ এভাবে ঘুরিয়ে বলতে পারতো, তাহলে সেটাকে ভালো জবাব হিসেবে গ্রহণ করা যেত। এই অধ্যায়েই পরবর্তীতে এব্যাপারে আমি নিজের জবাবটা দেব।

ভবিষ্যতের সাথে জনপ্রিয় মতের বিরুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে করা এই প্রশ্নটির কী সম্পর্ক? ভবিষ্যৎ বলতে একদম সাধারণ পর্যায়ের সংজ্ঞাটা হলো, যা এখনও ঘটেনি তা-ই ভবিষ্যৎ। কিন্তু যা ঘটেনি সেটাকেই

গুরুত্বপূর্ণ কিংবা স্বতন্ত্র ভবিষ্যৎ বলে তকমা দেয়া যায় না। গুরুত্বপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ সেটাই যখন আজকের দিনের সাথে আগামী দিনের পার্থক্য থাকবে, অন্যরকম হবে আগামী দুনিয়া। অর্থাৎ, আমাদের সমাজ যদি আগামী ১০০ বছরেও না বদলায়, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ অবস্থান করছে ১০০ বছর পেরিয়ে আরও দূরে। যদি মৌলিক বা কাঠামোগত পরিবর্তন আগামী ১০ বছরের মধ্যে আসে, তাহলে বুঝতে হবে ভবিষ্যৎ অতি সন্নিকটে। কারও পক্ষে নির্দিষ্টভাবে ভবিষ্যৎ আন্দাজ করা সম্ভব নয়, কিন্তু আমরা দুটো জিনিস জানি :

১) এটা ভিন্ন কিছু হতে যাচ্ছে।

২) ভবিষ্যতের শেকড় রয়েছে আজকের পৃথিবীতেই।

আমার সেই প্রশ্নের উত্তর অধিকাংশ সময় যা আসে, তা হলো বর্তমানকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ফসল। কিন্তু ভালো জবাব সেটাই, যেটা আমাদেরকে নিকট ভবিষ্যতের কথা বলে।

## শূন্য থেকে এক

ভবিষ্যতের কথা ভাবলেই আমরা অগ্রগতিময় ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করি। অগ্রগতি দুই ধরনের। তারমধ্য থেকে যেকোনো এক ধরনের অগ্রগতি হতে পারে।

অনুভূমিক, অর্থাৎ অন্যের দেখানো পন্থা অনুকরণ করে হওয়া অগ্রগতি... যা ১ থেকে অসীম সংখ্যা পর্যন্ত যেতে পারে। অনুভূমিক অগ্রগতির কল্পনা করা সহজ, কারণ আমরা ইতিমধ্যে জানি সেটা দেখতে কেমন হতে পারে।

উলম্ব, অর্থাৎ প্রগাঢ় বা গভীর অগ্রগতি। নতুন কিছু সৃষ্টির মাধ্যমেই এই অগ্রগতি সম্ভব। এর গন্তব্য শূন্য (০) থেকে এক (১) পর্যন্ত। এধরনের অগ্রগতির চিন্তা করা কঠিন কারণ এটায় এমন কিছু করতে হয় যা এর আগে কেউ করেনি। আপনি যদি একটি টাইপরাইটার নিয়ে ১০০টি টাইপরাইটার তৈরি করেন তাহলে আপনি অনুভূমিক অগ্রগতি সাধন করলেন। যদি আপনার কাছে থাকা একটা টাইপরাইটার থেকে ওয়ার্ড প্রসেসর তৈরি করেন, তাহলে আপনি যে অগ্রগতি সাধন করলেন তা হলো উলম্ব অগ্রগতি।

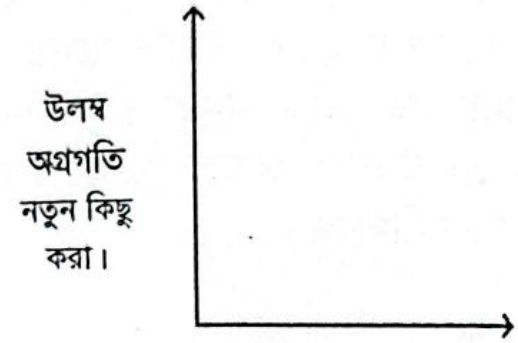


অনুভূমিক অগ্রগতি
সফল জিনিসকে নকল

বড় অঙ্গনে, অনুভূমিক উন্নতিকে এক শব্দে বলা হয় গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ন। যে জিনিস দুনিয়ার কোথাও সফলতা দেখিয়েছে সেটাকে পুরো দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে দেয়া। চীন এক্ষেত্রে ভালো উদাহরণ হতে পারে। আজকের দিনের আমেরিকার অবস্থানে যাওয়ার জন্য তারা ২০ বছরের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। উন্নত বিশ্বে যেটা সফলতার মুখ দেখেছে, চোখ বন্ধ করে সেটাকেই নকল করেছে চীনারা। উনবিংশ শতাব্দীর রেইলরোড, বিংশ শতাব্দীর এয়ার কন্ডিশনিং থেকে শুরু করে কখনওবা সম্পূর্ণ শহরটাকেই নকল করেছে তারা। আবার কখনও কয়েক ধাপ এগিয়ে নকল করেছে। ল্যান্ডলাইন স্থাপন না করে সরাসরি তারবিহীন যোগাযোগ ব্যবস্থাকে এখানে উদাহরণ হিসেবে আনা যেতে পারে। কিন্তু দিনশেষে নকলবাজিই করে চলেছে চীন।

অন্যদিকে, উলম্ব উন্নতিকে এক শব্দে বলা হয় টেকনোলজি বা প্রযুক্তি। তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিগত কয়েক দশকে হওয়া ঝড়ো অগ্রগতি সিলিকন ভ্যালিকে টেকনোলজির শহর হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু প্রযুক্তি যে শুধু কম্পিউটারের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে, এমন তো কোনো কথা নেই। কাজ করার জন্য পুরোপুরি বোধগম্য, যেকোনো নতুন ও উন্নত পন্থাই প্রযুক্তি হিসেবে বিবেচিত হবে।

কারণ বিশ্বায়ন এবং প্রযুক্তি, দুটো দুই ধরনের অগ্রগতি। তবে দুটো একই সাথে, একই সময়ে অর্জন করা সম্ভব হতে পারে। কিংবা কোনোটাও না হতে পারে। আবার দুটোর যেকোনো একটাও হতে পারে। উদাহরণ দেয়া যাক, ১৮১৫ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত সময়কালটা ছিল একই সাথে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও বিশ্বায়নের স্বর্ণযুগ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ১৯৭১ সালে

চীনের সাথে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য হেনরি কিসিঞ্জারের সফরটির মধ্যবর্তী সময়কালে দ্রুত প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধিত হলেও বিশ্বায়ন খুব একটা হয়নি। ১৯৭১ সালের পর থেকে আমরা দ্রুতগতির বিশ্বায়নের পাশাপাশি অল্প বিস্তর প্রযুক্তিগত উন্নয়নও দেখতে পাচ্ছি, যার অধিকাংশই ইনফরমেশন টেকনোলজির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

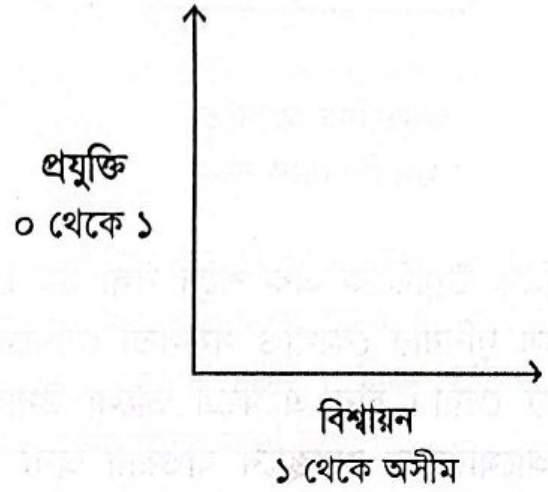


বিশ্বায়নের এই যুগের বদৌলতে আমরা খুব সহজেই অনুমান করতে পারি, আগামী কয়েক দশকে আমরা সমধর্মী, একই ধরনের বিষয় দেখতে পাব। এমনকি আমাদের প্রাত্যহিক ভাষাতেও সেরকমই ইঙ্গিত রয়েছে, আমরা প্রায় বিশ্বাস করে বসে আছি প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ইতিহাস বুঝি ফুরোলো। খেয়াল করলে দেখা যায়, বর্তমান বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোকে দুটো ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়। উন্নত রাষ্ট্র, উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। তথাকথিত উন্নত রাষ্ট্র বলতে সেইসব রাষ্ট্রকে বোঝায়, যারা অগ্রগতি করার মতো যা যা ছিল সেসব ইতিমধ্যে করে ফেলেছে। আর উন্নয়নশীল রাষ্ট্র বলতে তুলনামূলক গরীব রাষ্ট্রগুলোকে বোঝায়, যারা উন্নত রাষ্ট্রগুলোর পর্যায়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

কিন্তু আমার কাছে এটাকে সত্য বলে মনে হয় না। আমার সেই প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশ মানুষ জানায়, তারা এমন একটা ভবিষ্যতের কথা ভাবে যেখানে বিশ্বায়নটাই হবে মূখ্য। কিন্তু সত্য হলো, বিশ্বায়নের চেয়ে প্রযুক্তি বেশি জরুরি। প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ছাড়া আগামী দুই দশকে যদি চীন তার এনার্জি উৎপাদন দ্বিগুণ করে দেয়, তাহলে বায়ু দূষণটাও দ্বিগুণ হয়ে যাবে। ভারতের কোটি কোটি লোক যদি আজকের আমেরিকান বাসিন্দাদের অনুকরণ করতে গিয়ে শুধু বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ওপর নির্ভর করে জীবনযাত্রা পরিচালনা করতে শুরু করে তাহলে পরিবেশগত মারাত্মক বিপর্যয় ঘটবে। পুরানো পদ্ধতি